448

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ JUN. 1 0 1999
পৃঃ ২ কলাম ৬

ঢাঃ বিঃ সিনেটে ২৫ রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনের আজ দ্বিতীয় দিন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের ২৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচনের আজ (বৃহস্পতিবার) ২য় দিন। ঢাকার বাইরে আজ ১৫টি জেলা কেন্দ্রে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত একটানা এই ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রগুলো হচ্ছে— ভাওয়াল বদরে আলম কলেজ গাজীপুর, নরসিংদী সরকারী কলেজ, নারায়ণগঞ্জ সরকারী তোলারাম কলেজ, মানিকগঞ্জ সরকারী দেবেন্দ্র কলেজ, মুন্সীগঞ্জ

১৫-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

ঢাঃ বিঃ সিনেট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকারী হরগঙ্গা কলেজ, ময়মনসিংহ সরকারী আনন্দমোহন কলেজ, গৌরিপুর সরকারী কলেজ ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল সরকারী কুমুদিনী কলেজ, কিশোরগঞ্জ সরকারী গুরুদয়াল কলেজ, জামালপুর সরকারী আশেক মাহমুদ কলেজ, নেত্রকোনা সরকারী কলেজ, ফরিদপুর সরকারী রাজেন্দ্র কলেজ, রাজবাড়ী সরকারী কলেজ, শরীয়তপুর সরকারী কলেজ এবং মাদারীপুর সরকারী নাজিমউদ্দীন কলেজ।

দেশের মোট ৩৭টি কেন্দ্রে গত ৬ জুন থেকে আগামী ১৬ জুনের মধ্যে মোট ৪ দিনে এবারের এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সিনেটে মোট ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনে ৪টি পৃথক পৃথক প্যানেল ছাড়াও স্বতন্ত্র মিলে সর্বমোট ২১১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নিচ্ছেন। প্যানেলগুলো হচ্ছে— বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াত ও সমমনা দলগুলো সমর্থিত 'জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদ', ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সমর্থিত 'গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদ', জাসদ ও অন্যান্য বাম দল সমর্থিত 'প্রগতি' পরিষদ' এবং অবশিষ্ট স্বতন্ত্রদের মধ্য থেকে মাত্র ২৫ জনের

একটি 'স্বতন্ত্র ঐক্য পরিষদ'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সাড়ে ৩১ হাজার রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট ভোটারেরা উপরোক্ত প্রার্থীদের মধ্যে যে কোন ২৫ জনকে ৩ বছর মেয়াদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী ফোরাম সিনেটে নির্বাচিত করবেন। নির্ধারিত পরিচয়পত্র দেখিয়ে একজন ভোটার যে কোন কেন্দ্রে এবং ৪ দিনের যে কোন একদিনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। এ বছর ঢাকা মহানগরীর বাইরে প্রচুর ভোটার থাকায় দেশের ৩৫টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভোটকেন্দ্র খোলা হয়েছে। ঢাকাসহ সকল কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ শেষ হবার পর আগামী ১৬ জুন সন্ধ্যার পর থেকে একসাথে সব ভোট গণনা শুরু হবে এবং গণনা শেষে ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী অধিকাংশ প্রার্থীই প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় এবং দেশের সর্বত্র রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট ভোটার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকায় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে এবারের সিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিশেষ করে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী ৩টি প্রধান রাজনৈতিক দল, ঐক্যবদ্ধভাবে একটি মাত্র প্যানেলকে অর্থাৎ 'জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদ' সমর্থন দেয়ায় এই পরিষদের প্রার্থীদের বিজয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অপর দিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সমর্থিত মূল প্যানেল 'গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদ' এবার ৩ ভাগ হয়ে যাওয়ায় এবং জাসদসহ অন্যান্য বাম দলের প্রার্থীরা উক্ত মূল প্যানেল থেকে বেরিয়ে 'প্রগতি পরিষদ' নামে পৃথক প্যানেল ঘোষণা দিয়ে জোরদারভাবে নির্বাচনের মাঠে নেমে পড়ায় সরকারপন্থী 'গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদ' বেকায়দায় পড়েছে। নির্বাচনে ভরাডুবির মুখে তারা এখন সরকারী প্রভাব খাটিয়ে এবং এনজিওদের ব্যবহার করে বিভিন্ন অবৈধ কৌশলে ও লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে প্রচারণা চালাচ্ছে। বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এজন্য তারা প্রচ্ছন্নভাবে সরকারী প্রশাসনকেও ব্যবহার করতে দ্বিধা করছে না এবং এনজিওদের সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান এডাবকেও মাঠে নামিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, সরকারী দল সমর্থিত গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের প্রার্থী, এডাবের চেয়ারম্যান ও প্রশিকার নির্বাহী প্রধান অনারারী ডঃ কাজী ফারুক আহম্মদ তার প্যানেলের জয় নিশ্চিত করার জন্য দারিদ্র্য বিমোচনের নামে গঠিত এনজিও 'প্রশিকা'র অর্থ, গাড়ী ও জনবলের অপব্যবহার করছেন। অপরদিকে, একই প্যানেলের প্রার্থী জনৈকা সরকারী কর্মকর্তা ও একজন প্রতিমন্ত্রীর বোনের পক্ষে সরকারী প্রশাসনের লোকজনও সুকৌশলে প্রচারণা চালাচ্ছেন এবং প্রভাব খাটাচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে, জাসদ ও বাম দলসমূহ সমর্থিক প্রগতি পরিষদের এক সভায় গতকাল গৃহীত প্রস্তাবে ঢাঃবিঃ সিনেট নির্বাচনে সরকারী মহল কর্তৃক বিরোধী প্রার্থী ও সমর্থকদের হয়রানির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়– গত কয়েকদিন ধরে সরকার সমর্থক মহল অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে উক্ত সিনেট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সরকার সমর্থক প্যানেলের পক্ষে বিবৃতি আদায়ের জন্য অন্যান্য পরিষদের প্রার্থীদের এবং তাদের সমর্থক বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষক, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ীদের ওপর নানারকম চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। সিনেট নির্বাচনের মতো একটি অরাজনৈতিক নির্বাচনে যে কোন প্রকারে জয়লাভ করার চেষ্টা সরকার সমর্থকদের অগণতান্ত্রিক মনোভাবেরই পরিচায়ক। সভায় উক্ত মহলকে এ ধরনের অপতৎপরতা থেকে বিরত থাকার এবং নির্বাচনের রায় মেনে নেয়ার মতো গণতান্ত্রিক মানসিকতা প্রদর্শন করার জন্য সরকার সমর্থকদের প্রতি আহবান জানানো হয়।